কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 18 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

নর্থ সাউথের প্রোভিসি জঙ্গি লালনকারী!

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত প্রোভিসি অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন আহসান বিভিন্ন সময়ে জঙ্গিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দারা। শুধু ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া নয়, তিনি জঙ্গি গ্রুপের লালনকারী বলে পুলিশের দাবি। তাঁর ভাড়া দেওয়া ফ্ল্যাটে জঙ্গিদের অবস্থান জানার পর গত শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার ফ্ল্যাটের ম্যানেজার ও ভাগ্নেসহ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আট দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে জঙ্গিরা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল। আর এ ফ্ল্যাটটি ছিল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক এস এম গিয়াস উদ্দিন আহসান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছিলেন। পুলিশ তাঁর সঙ্গে ফ্ল্যাটের তত্ত্বাবধায়ক মাহবুবুর রহমান ও ভাগ্নে আলম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে। গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা চালানোর আগে গিয়াস উদ্দিন আহসানের ভাড়া দেওয়া ফ্ল্যাটে অস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুদ ছিল এবং জঙ্গিদের কয়েকজন সহযোগী সেখানে অবস্থান করেছে বলে ফ্ল্যাট তল্লাশিকালে সে আলামত মিলেছে।

এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এই শিক্ষকের পরিবারের অনেকে জঙ্গিবাদে সংশ্লিষ্ট

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্যসহ গ্রেপ্তার চারজনকে গতকাল আদালতে হাজির করা হয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

নর্থ সাউথের

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলে তথ্য মিলছে। শিক্ষকের মাধ্যমেই অন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে বলেও তথ্য রয়েছে। বিশ্বস্ততার কারণেই গুলশানে হামলা চালানোর আগে জঙ্গিরা তাঁর ফ্ল্যাটকে 'অপারেশনাল হাউস' হিসেবে ব্যবহার করেছে। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে এই শিক্ষকের যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা বেশি। গ্রেপ্তারের পর তাঁর দেওয়া তথ্য যাচাই করা হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

আট দিনের রিমান্ড : আমাদের আদালত প্রতিবেদক জানান, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন আহসানসহ চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালত আট দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। গতকাল রবিবার শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম তসরুজ্জামান ওই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রিমান্ড শুনানিতে মহানগর পিপি আবদুল্লাহ আবু আদালতকে বলেন, আসামিরা জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাদের সহযোগিতা করেছেন। তদন্তে এ ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের সঙ্গে জঙ্গিদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামিদের রিমান্ড মঞ্জুর করা হলে প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। তদন্ত কর্মকর্তার প্রার্থিত রিমান্ড মঞ্জুর করা হোক। আসামিদের পক্ষে আইনজীবী আরফান উদ্দিন খান শুনানিতে বলেন, 'গিয়াস উদ্দিন আহসান ঘটনার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি নন। তিনি হচ্ছেন বিভাগীয় প্রধান। ন্যায়বিচারের স্বার্থে আসামিদের রিমান্ড বাতিল করা হোক। এর আগে আসামিদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের পরিদর্শক হুমায়ুন কবির। আসামিদের রিমান্ডে নিয়ে ১০ দিন জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন তিনি।

রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, মে মাসের মাঝামাঝি জঙ্গিরা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ওই অধ্যাপকের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল। গুলশানে রেস্তোরাঁয় হামলার পর তাদের সহযোগীরা দ্রুত ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যায়। ওই বাসা থেকে বালুভর্তি কার্টন, তাদের পোশাকসহ বিভিন্ন মালামাল জব্দ করা হয়েছে। গিয়াস উদ্দিন আহসান বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দেননি। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ওই বাড়িতে জড়িত জঙ্গিরা একত্রিত হয়েছিল এবং ফ্ল্যাট জঙ্গিদের অন্য সহযোগীরা গত মে মাসে ভাড়া নিয়েছিল।

গত ১ জুলাই রাতে গুলশান ২ নম্বরের হলি আর্টিজান বেকারিতে ঢুকে জঙ্গিরা ১৭ বিদেশিসহ ২০ জনকে হত্যা করে। কমান্ডো অভিযানে নিহত হয় পাঁচ অস্ত্রধারী। তার আগে জঙ্গিদের ছোড়া বোমায় নিহত হন পুলিশের দুই কর্মকর্তা।